ফসল কাটা

গ্রীষ্মকালীন ফসলের ক্ষেত্রে বপনের ৭০ থেকে ৭৫ দিন পরে ফসল কর্তন করা উচিত। ৫০ শতাংশ ফুলের পর্যায়ে বপনের ৫০ থেকে ৬০ দিন পর বর্ষার ফসল কর্তন করা উচিত।

তাজা সবুজ পাতাতে এবং ডালপালাতে ১৮ শতাংশ অশোধিত প্রোটিন ৩ শতাংশ ইথার নির্যাস এবং ২৬.৭শতাংশ অপরিশোধিত ফাইবার রয়েছে। প্রাথমিকভাবে হজমকারক পুষ্টির পরিমাণ ৫৯ শতাংশ এবং পরিপক্ক বরবটি তে ৫৮ শতাংশ। ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস উপাদান যথাক্রমে ১.৪০ শতাংশ এবং ০.৩৪ শতাংশ।

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ও

ডঃ মলয় কুমার সামন্ত

ভারপ্রাপ্ত অধিকারী কর্তৃক প্রচারিত

যোগাযোগ: নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

nadiakvk@gmail.com

www.nadiakvk.in

www.facebook.com/nadiakvk

www.x.com/nadiakvk

www.youtube.com/@nadiakvk

Designed By: Jharnendu Hembram

পশু খাদ্য হিসাবে বরবটির চাষ

ড. মিলন কান্তি কুণ্ডু

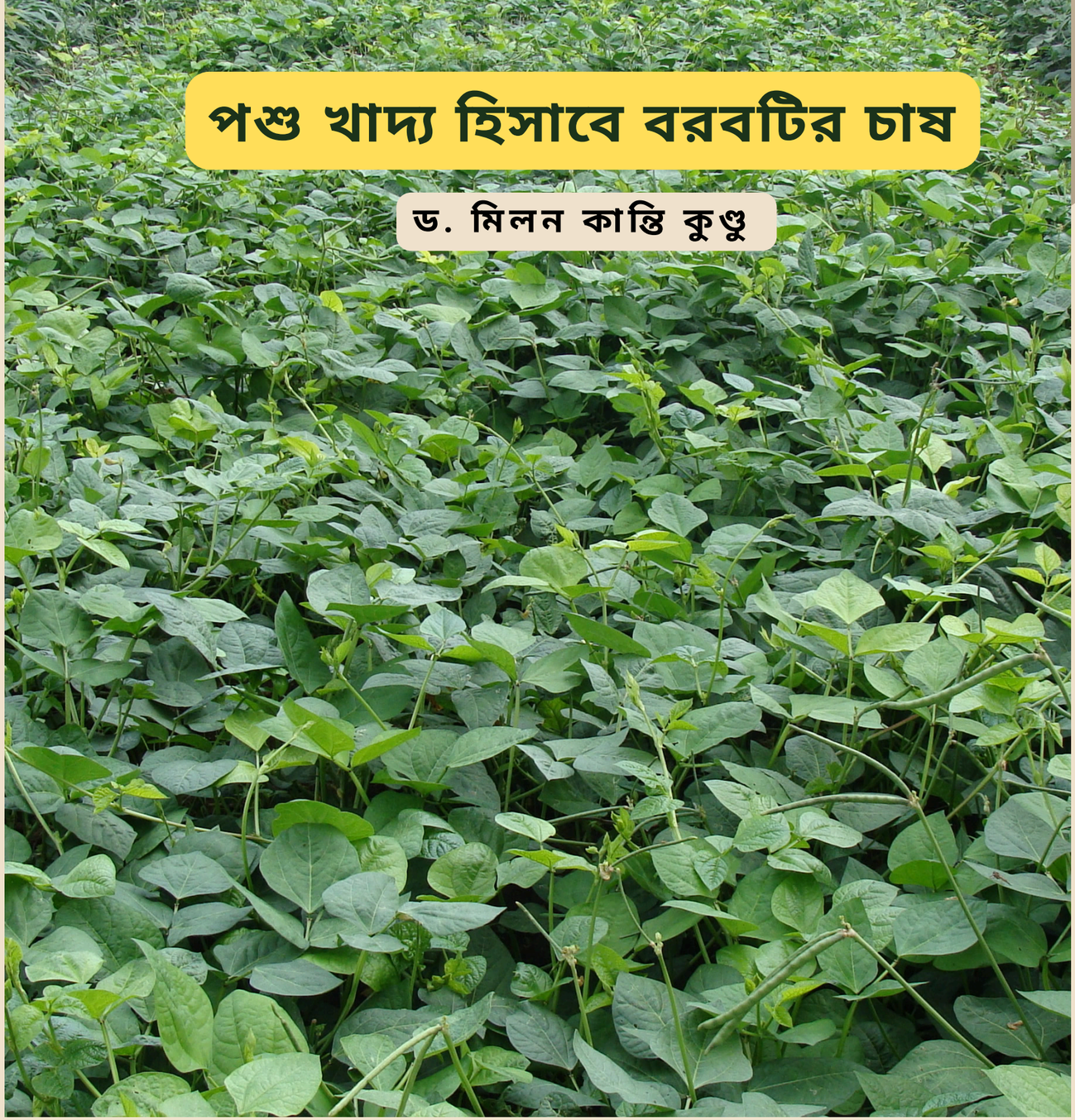

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
গয়েশপুর, নদীয়া–৭৪১২৩৪

বরবটি (Cowpea)

বৈজ্ঞানিক নাম: Vigna unguiculata (L.) Walp.

বরবটি একটি একবর্ষজীবি শিম্ব গোত্রীয় ফসল যেটির বীজ খাদ্যশস্য হিসেবে এবং সবুজ অংশ পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বরবটি প্রধানত মাচায় বা কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে বেড়ে ওঠে। বরবটি কে ক্ষুধার্ত ঋতু ফসল বলা হয় কারণ এটিকে অন্যান্য খাদ্যশস্যের আগে চয়ন করা হয়ে থাকে। এর বীজ, শুটি এবং পাতা সাধারণত মানব খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জলবায়ু

বরবটি ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেড়ে ওঠে এবং যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৭৫০ মিমি থেকে ১১০০ মিমি সেখানে এটি চাষ ভালো হয়। বরবটি ছায়াতে বেড়ে উঠতে পারে এবং ভুট্টা ও জোয়ারের সাথে মিশ্র চাষ করলেও ভালো ফলন পাওয়া যায়। বরবটি চাষের জন্য আদর্শ জলনিষ্কাষিত জমি প্রয়োজন কারণ অন্যান্য ডালশস্য ফসলের তুলনায় বরবটি জমিতে জল দাঁড়ালে ফসলের ক্ষতি হয়।

গুরুত্বপূর্ণ জাত

বুন্দেল ১ এবং ২, ইসি-৪২১৬, ইউপিসি-২৮৭, ইউপিসি-৫২৮৬, জিএফসি-১, জিএফসি-২ এবং জিএফসি- ৪।

মৃত্তিকা

বরবটি যেকোনো মাটিতেই ভালোভাবে চাষ করা যায় কিন্তু আদর্শ জলনিষ্কাশন ক্ষমতা সম্পন্ন বেলেমাটি চাষের জন্য আদর্শ।

বীজ এবং বপন

বীজের পরিমাণ এবং বীজ বপন পদ্ধতি:

বীজ বপন সারিতে করা আবশ্যক এবং ২৫ থেকে ৩০ সেমি পর্যন্ত একটি আন্তঃসারি ব্যবধানে লাইন করা উচিত। সীড ড্রিল যন্ত্রের সাহায্যে ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার গভীরে হালকা করে বীজ বপন করা উচিত। প্রতিটি উদ্ভিদের মধ্যে ৫ থেকে ৮ সেন্টিমিটার আদ্রিসারি ফাঁক বজায় রেখে অঙ্কুরোদগমের পর জমি পাতলা করা বা থিনিং করা হয়ে থাকে।

বপনের সময়

উষ্ণ জলবায়ু ও ভালো বায়ুমন্ডলীয় আদ্রতা বরবটি চাষের জন্য আদর্শ। বীজ বপনের সময় সাধারণত মার্চ মাস থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। বৃষ্টিপাত যুক্ত ও সেচসেবিত এলাকা গুলোতে বীজ বপন গ্রীষ্মকালে করা হয়ে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলে সারা বছর ধরেই সবুজ পশু খাদ্য চাষ করা হয়ে থাকে।

সার প্রয়োগ

বরবটি একটি শিম্ব গোত্রীয় ফসল এবং বায়ুমন্ডলীয় নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ করার ক্ষমতা থাকে। গাছের ভালো বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন: ফসফরাস যথাক্রমে ২০ কেজি: ৬০ কেজি হেক্টর প্রতি প্রয়োগ করতে হবে এবং সালফার অভাবজনিত মাটিতে হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ৪০ কেজি সালফার প্রয়োগ করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন ফসলের ৮-১০ দিনের ব্যবধানে ৪-৬টি সেচ দরকার। সাধারণতঃ বর্ষার ফসলের জন্য ১০ থেকে ১২ দিনের ব্যবধানের দীর্ঘ শুষ্কতা ছাড়া সেচ প্রয়োজন হয় না।